অধ্যায় - ২৪

শ্রী বাবার হাস্যবিনোদ, ভাজা ছোলার লীলা (হেমাডপন্ত), সুদামার কাহিনী, আন্না চিঞ্চনীকর এবং মৌসীবাঈ'-য়ের গল্প, বাবার ভক্তপরায়ণতা।

প্রারম্ভ ঃ-

পরবর্তী অধ্যায়তে অমুক-অমুক বিষয় বর্ণনা করা হবে, এরকম বলাটাও এক রকমের অহংকার। যতক্ষন অহংকার গুরুচরণে অর্পণ না করা হয়, ততক্ষন সত্যস্বরূপের প্রাপ্তি সম্ভব নয়। নিরভিমানী হলে সফলতা নিশ্চিত রূপে প্রাপ্ত করতে পারব।

শ্রী সাইবাবার প্রতি ভক্তির পথে পার্থিব ও আধ্যাত্মিক দুই পদার্থরই প্রাপ্তি হয় এবং আমরা নিজেদের মূল প্রকৃতিতে স্থিরতা লাভ করে শান্তি ও সুখের অধিকারী হয়ে যাই। তাই নিজেদের মঙ্গল যারা সাধন করতে চান, শ্রী সাইবাবার লীলা শ্রবণ করে সেগুলি মনন করাটাই তাদের একমাত্র কর্তব্য। যদি এই রূপ প্রচেষ্টা করা হয়, তাহলে তাদের জীবন লক্ষ্য ও পরমানন্দ সহজেই প্রাপ্ত হবে।

প্রায় সবাই-ই হাসি-ঠাট্টা ভালবাসে, কিন্তু হাসির পাত্র স্বয়ং কেউ হতে চায় না। এই বিষয়ে বাবার রীতি বিচিত্রই ছিল। ভাবপূর্ণ হয়ে যখন তিনি কৌতুক করতেন তখন খুবই মজার ও শিক্ষাপ্রদ হত। তাই ভক্তদের স্বয়ং ঠাট্টার পাত্র হতে হলে তারা কোন আপত্তি করত না। শ্রী হেমাডপন্ত এই ধরনের নিজের একটি অভিজ্ঞতা পাঠকদের শোনাচ্ছেন।

ভাজা ছোলার লীলা ঃ-

শিরডীতে প্রতি রবিবার বাজার বসত। নিকটবর্তী গ্রাম থেকে লোকেরা ওখানে এসে রাস্তার উপর দোকান লাগাত এবং জিনিষ বিক্রী করত। এমনিতেই দুপুর বেলা মস্‌জিদে লোকেদের অসম্ভব ভীড় হত। কিন্তু রবিবারের দিন লোকেদের এত বেশী ভীড় হত যে, প্রায় দম বন্ধ হয়ে যেত। এমনই এক রবিবারে শ্রী হেমাডপন্ত বাবার চরণ সেবা করছিলেন। শামা বাবার বাঁদিকে এবং বমন রাও বাবার ডান দিকে বসে ছিলেন। শ্রীমান বুটী এবং কাকাসাহেব দীক্ষিতও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তখন শামা

হেসে আন্নাসাহেবকে বলেন, "দেখো তো, তোমার কোটের আস্তিনে মনে হচ্ছে কয়েকটা ছোলার দানা লেগে আছে" -এই বলে ওঁর আস্তিন স্পর্শ করতেই সেখানে কয়েকটা ছোলার দানা পেলেন।

হেমাডপন্ত নিজের বাঁ হাতটা ঝাড়তেই ছোলার কিছু দানা নীচে গড়িয়ে পড়ল। সেখানে উপস্থিত লোকেরা সেগুলি উঠিয়ে নিলেন। ভক্তরা ঠাট্টার একটা সুযোগ পেয়ে গেলেন এবং সবাই আশ্চর্য্য হয়ে নানা রকমের অনুমান করতে শুরু করেন, কিন্তু এটা বুঝে উঠতে পারে না যে ছোলার দানা গুলি ওখানে কি ভাবে 'আবির্ভূত' হল এবং অতক্ষণ অবধি ওখানে কিভাবে আটকে ছিল। সকলেই রহস্য-উদ্ধ্যারে ব্যস্ত কিন্তু সন্তোষজনক উত্তর কারো কাছে ছিল না। তখন বাবা বলতে শুরু করেন- "এই মহাশয়ের (আন্নাসাহেব) একান্তে খাওয়ার বদভ্যাস আছে। আজ হাটের দিন, ছোলা চিবুতে চিবুতে এসেছে। ছোলার দানাগুলি তার প্রমাণ। তাই আশ্চর্য্য হওয়ার কি আছে?" হেমাডপন্ত বলেন- "বাবা, আমার একলা খাওয়ার একেবারেই অভ্যাস নেই, তবে এই ধরনের দোষারোপ কেন করছেন? আমি এখনো শিরডীর হাট দেখিনি। আজকের দিনে তো ভুলেও বাজারে যাইনা, তাই ছোলা খাওয়ার কথাই ওঠে না। খাবার সময় যারা আমার কাছে থাকে, তাদের না দিয়ে আমি কখনো খাই না।" বাবা বললেন "তুমি ঠিক বলছে। যদি তোমার কাছে কেউ নাই থাকে তাহলে তুমি বা আমি কি করতে পারি? আচ্ছা, বলো তো খাবার খাওয়ার আগে তোমার কখনো আমার কথা কি মনে পড়ে? আমি কি তোমার সঙ্গে সর্বদা নেই? তাই, তুমি কি আগে আমায় অন্ন অর্পন করে তারপর সেটা গ্রহণ করো?"

শিক্ষা ঃ-

এই ঘটনাটির মাধ্যমে বাবা কি শিক্ষা প্রদান করছেন, একটু সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক। এর সারাংশ এই যে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির সাহায্যে কোন পদার্থের রসাস্বাদন করার আগে বাবাকে স্মরণ করা উচিত। তাঁর স্মরণই অর্পণের বিধি। ইন্দ্রিয়গুলি বিষয় চিন্তন না করে থাকতে পারে না। তাই বস্তুগুলি উপভোগ করার আগে ঈশ্বরার্পণ করে দিলে তাদের প্রতি আসক্তি সহজেই নষ্ট হয়ে যায়। এই ভাবে সমস্ত ইচ্ছে, ক্রোধ ও তৃষ্ণা ইত্যাদি কু-প্রবৃত্তিগুলি ঈশ্বরার্পণ করে গুরুর দিকে চালিত করা উচিত। এটির যদি নিত্য অভ্যাস করো, তাহলে পরমেশ্বর কু-প্রবৃত্তিকে দমন করায় তোমার সহায়ক হবেন। বিষয়ের রসাস্বাদন করার আগে সেখানে বাবার উপস্থিতির খেয়াল অবশ্যই রাখা উচিত। তখন বিষয় উপভোগ উপযুক্ত কিনা, এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে আচরণে

পরিবর্তণ আসবে। এর ফলস্বরূপ গুরু প্রেমে বৃদ্ধি হয়ে শুদ্ধ জ্ঞান প্রাপ্ত হবে। যখন এই ধরনের জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়, তখন দৈহিক বুদ্ধি নষ্ট হয়ে আমাদের বুদ্ধি চৈতন্যধনে লীন হয়ে যায়। বস্তুতঃ গুরু ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং যে তাঁদের ভিন্ন মনে করে, তার ঈশ্বর দর্শন হওয়া দুর্লভ। তাই সমস্ত ভেদ বুদ্ধি ছেড়ে গুরু ও ঈশ্বরকে অভিন্ন মনে করা উচিত। এই ভাবে গুরু সেবা করলে ঈশ্বরকৃপা নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হবে এবং তখন তিনি আমাদের চিত্ত শুদ্ধ করে আত্মনুভূতি প্রদান করবেন। সারাংশ এই যে, ঈশ্বর বা গুরুকে অর্পণ না করে আমাদের কোন ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের রসাস্বাদন করা উচিত নয়। এইরূপ অভ্যাস করলে ভক্তিতে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে। তারপর শ্রী সাইয়ের মনোহর সগুণ মূর্তি সর্বদা আমাদের চোখের সামনে থাকবে। তখন ভক্তি, বৈরাগ্য এবং মোক্ষ আমাদের আয়ত্তে আসবে। ধ্যান প্রগাঢ় হলে সাংসারিক অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়ে যাবে এবং সাংসারিক বিষয়ের আকর্ষণ নিজে-নিজেই নষ্ট হয়ে চিত্ত সুখ ও শান্তি অনুভব করবে।

সুদামার কাহিনী ঃ-

উপরোক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করতে-করতে হেমাডপন্তের স্বাভাবিক ভাবেই সুদামার কাহিনী মনে পড়ে যায়, যেটি উপরে বর্ণিত নিয়মটির পুষ্টি করে। শ্রীকৃষ্ণ নিজের বড় ভাই বলরাম ও এক সহপাঠী সুদামার সাথে সন্দীপনি ঋষির আশ্রমে বিদ্যাধ্যয়ন করতেন। একবার কৃষ্ণ ও বলরাম কাঠ আনবার জন্য বনে যান। ঋষি-পত্নী সুদামাকেও ঐ কাজের নিমিত্তে বনে পাঠান এবং তার হাতে তিনজনের জন্য কিছু ছোলাভাজাও দেন। বনের মধ্যে কৃষ্ণ সুদামাকে বলেন- "দাদা, আমায় একটু জল দাও, খুব তেষ্টা পাচ্ছে।" সুদামা জবাব দেন- "খালি পেটে জল খেতে নেই, ক্ষতি হয়। তাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নাও।" সুদামা ভাজা ছোলার সম্বন্ধে কোন উচ্চবাচ্য করেন না এবং কৃষ্ণকে তার ভাগও দেন না। কৃষ্ণ ক্লান্ত তো ছিলেনই, তাই সুদামার কোলে মাথা রাখতেই ঘুমিয়ে পড়েন। তখন সুদামা সুযোগ পেয়ে ছোলা চিবুতে শুরু করেন। হঠাৎ কৃষ্ণ তাকে জিজ্ঞাসা করে বসেন- "দাদা, তুমি কি খাচ্ছো? এই আওয়াজ কিসের?" সুদামা উত্তর দেন- "খাওয়ার মত এখানে আছে টাই বা কি? আমি তো ঠান্ডায় কাঁপছি। তাই দাঁতে দাঁত লেগে শব্দ হচ্ছে। দেখ, আমি ঠিক করে বিষ্ণুসহস্রনামও উচ্চারণ করতে পারছি না।" এই কথা শুনে অন্তর্যামী কৃষ্ণ বলেন- "দাদা, আমি এখুনি স্বপ্ন দেখলাম একটি লোক অন্যের খাবার খেয়ে নিচ্ছে। ওকে যখন সেই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়, তখন সে উত্তর দেয়- 'ছাইপাঁশ খাচ্ছি।' তখন প্রশ্নকর্তা বলেন- 'বেশ, তাই

যেন হয় (এবমস্তু)।' দাদা এটা তো একটা স্বপ্ন মাত্র। আমি তো জানি যে তুমি আমায় ছেড়ে অন্নর এক দানাও মুখে দাও না। স্বপ্নের ঘোরেই এমন প্রশ্ন করে ফেললাম।" কৃষ্ণের সর্বজ্ঞতার বিষয়ে যদি সুদামার কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞান থাকত, তাহলে উনি এই ধরনের আচরণ করতে পারতেন না। শ্রীকৃষ্ণের বাল্যবন্ধু হওয়া সত্ত্বেও সুদামা খানিকটা জীবন দারিদ্রতায় কাটান। কিন্তু শুধুমাত্র এক মুঠো চিঁড়ে, যেটা ওঁর স্ত্রী অনেক পরিশ্রম করে উপার্জন করেছিল, শ্রী কৃষ্ণকে দিতেই তিনি অতি প্রসন্ন হন এবং তার বদলে স্বর্ণনগরী প্রদান করেন। যারা অন্যদের না দিয়ে একান্তে খায়, তাদের এই কাহিনীটি সব সময় মনে রাখা উচিত। "শ্রুতি"তে এই শিক্ষার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে যে, প্রথমে ঈশ্বরকে অর্পণ করে পরে তাঁর উচ্ছিষ্ট অন্ন গ্রহণ করা উচিত। এই শিক্ষাই বাবা হাসি-ঠাট্টার ছলে দেন।

আন্না চিঞ্চনীকর এবং মৌসীবাঈ ঃ-

এবার শ্রী হেমাডপন্ত দ্বিতীয় হাস্যপূর্ণ ঘটনাটি বর্ণনা করছেন। এই গল্পটি বাবার এক ভক্ত, দামোদর ঘনশ্যাম বাবরে, ওরফে আন্না চিঞ্চনীকরের। উনি ছিলেন- নির্ভীক, সরল এবং খানিকটা কঠোর স্বভাবের। উনি কাউকে পরোয়া করতেন না এবং সোজাসুজি কথা বলতেন। বৈষয়িক ব্যাপারে সব নগদে কারবার করতেন। যদিও ব্যবহারিক দৃষ্টিতে ওঁকে একটু রুক্ষ ও অসহিষ্ণু মনে হত, কিন্তু অন্তঃকরণে উনি নিষ্কপট ছিলেন। তাই বাবা ওঁকে বিশেষ ভালবাসতেন। ভক্তরা নিজের নিজের ইচ্ছানুসারে বাবার সেবা করতেন। একদিন দুপুরবেলা আন্না উপুড় হয়ে রেলিং-এর উপর রাখা বাবার বাঁ হাতটি মালিশ করছিলেন। অন্যদিকে একটি বৃদ্ধা বিধবা মহিলা বাবার পেটে হাত বুলাচ্ছিলেন। নাম বেণুবাঈ কোজলগী। বাবা ওঁকে 'মা' বলে ডাকতেন এবং অন্যান্য লোকেরা বলত 'মৌসীবাঈ'। মৌসীবাঈ ছিলেন শুদ্ধ চরিত্রা বয়স্কা মহিলা। তিনি সেসময় বাবার পেট এত জোরে মালিশ করছিলেন যে বাবার পেট ও পিঠ প্রায় এক হয়ে যাওয়ার দশা। তার ফলে বাবা এপাশ ওপাশ নড়াচড়া করছিলেন। আন্না ওদিকে সেবায় ব্যস্ত। হাতের পরিচালন ক্রিয়ার ফলস্বরূপ মৌসীবাইয়ের মাথা উপর-নীচে হচ্ছিল। এইরূপ যখন দুজনেই সেবায় জুটে ছিলেন সেই সময় অনায়াসেই মৌসীবাঈয়ের মুখ আন্নার মুখের খুব কাছে এসে যায়। মৌসীবাঈ একটু বিনোদ করতে ভালবাসতেন, তাই একটু বিদ্রুপ করে বলেন, "এই আন্না খুব বদ। ও আমায় চুমু খেতে চায়। চুল পেকে গেছে কিন্তু আমায় চুমু খেতে লজ্জা হচ্ছে না।" এই কথা শুনে অন্না ভয়ঙ্কর রেগে যান ও বলেন, "কি? আমি বুড়ো ও বদ লোক? আমি

কি বোকা? তুমি নিজেই দুষ্টুমি করে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইছ।" ওখানে উপস্থিত সবাই এই বিবাদে আনন্দ উপভোগ করছিল। বাবা দুজনকেই স্নেহ করতেন। তাই তিনি কৌশলে এই বিবাদটা মিটিয়ে দেন। তিনি সস্নেহে বলেন, "আরে আন্না, মিছিমিছি কেন ঝগড়া করছ? আমি এটা বুঝতে পারছিনা যে মাকে চুমু খাওয়াতে দোষ কোথায়?" বাবার কথা শুনে দুজনেই শান্ত হয় এবং উপস্থিত সবাই মন ভরে বাবার বিনোদ পদ্ধতির আনন্দ উপভোগ করে।

বাবার ভক্ত পরায়ণতা ঃ-

বাবা ভক্তদের তাদের ইচ্ছানুসারে তাঁর সেবা করতে দিতেন এবং এ বিষয় কোনরকম হস্তক্ষেপ তিনি সহ্য করতেন না। অন্য একদিন মৌসীবাঈ বাবার পেট খুব জোর দিয়ে মালিশ করছিলেন। তা দেখে ভক্তরা ব্যগ্র হয়ে মৌসীবাঈকে বলে- "একটু আস্তে টিপুন। এত জোরে চাপ দিলে নাড়ী-ভুঁড়ি ফেটে যাবে।" এমনটি যেই না বলা, বাবা তক্ষুনি নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ান ও রাগে চোখ দুটি আগুণের মত লাল হয়ে যায়। কার সাহস যে কেউ কিছু বলে? তিনি দুটো হাত দিয়ে নিজের ডান্ডার এক দিকটা নাভির সঙ্গে লাগিয়ে এবং অন্য দিকটা মাটির উপর রেখে সেটা পেট দিয়ে চাপ দিতে শুরু করেন। দু-তিন ফুট লম্বা ডান্ডাটি মনে হচ্ছিল পেটে ঢুকে গিয়ে যে কোন মুহূর্তে পেট ফাটিয়ে দেবে। সকলে বিস্ময়ে এবং ভয়ে যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। ওরা তো মৌসীবাঈকে শুধু এতটাই ইঙ্গিত করতে চাইছিল যে, একটু সহজ ভাবে সেবা করলে ভালো হয়। বাবাকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছে কারোই ছিল না। সদ্ভাবনা দ্বারা প্রেরিত হয়েই ওরা একথা বলে। তাতে যে এই রূপ দুর্গতি হবে সেটা কে জানত? কিন্তু বাবা নিজের কাজে এতটুকু হস্তক্ষেপ পছন্দ করতেন না। দাঁড়িয়ে দেখা ছাড়া তাদের আর কিছু করার রইল না। কিছুক্ষণ পর বাবার রাগ শান্ত হয় এবং তিনি ডান্ডা ছেড়ে নিজের আসনে গিয়ে বসেন। এই ঘটনার দ্বারা এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যে, অন্যদের ব্যপারে কখনো হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। প্রত্যেকের নিজের ইচ্ছা মতো বাবার সেবা করার অধিকার আছে। শুধু বাবাই সেবার মূল্যাঙ্কন করতে সক্ষম।

।। শ্রী সাইনাথার্পনমস্তু। শুভম্ ভবতু।।